যুগান্তর

তারিখ ... 24 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩৩ ...

স্কুল মেরামতের টাকা আত্মসাৎ

লালমোহনে ২২টি স্কুলের মেরামতের নামে ২২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে উত্তোলন

মো. জসিম জনি, *লালমোহন (ভোলা) থেকে*

ভোলার লালমোহন উপজেলায় ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের নামে ২২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। কিছু বিদ্যালয়ে নামমাত্র চুন-রঙ করেই প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে সই-স্বাক্ষর নিয়ে বরাদ্দকৃত টাকার বেশিরভাগই আত্মসাৎ করেছে 'অলিখিত' ঠিকাদার। অথচ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির সমন্বয়ে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত টাকায় নিজেরাই কাজ করার কথা। কিন্তু লালমোহন উপজেলায় সে নিয়ম মানা হয়নি। কতিপয় ঠিকাদার অলিখিত টেন্ডার নিয়েই নিজেরাই কাজ করে এ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রয়েছে লালমোহন এলজিইডি ও উপজেলা শিক্ষা অফিস।

জানা গেছে, লালমোহন উপজেলার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২টি বিদ্যালয়ের নামে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় বিদ্যালয় ভবন ও স্থাপনা খাতের সংস্কারের জন্য ১২ লাখ ৫৫ হাজার ৪৫০ টাকা বরাদ্দ হয়। এছাড়া একই অর্থবছরে আরও ১০টি বিদ্যালয়ের নামে পিইডিপি-৩ এর আওতায় মেরামত ও সংস্কারের কাজের জন্য আরও ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে পূর্ব কচুয়াখালী, পূর্ব চরউমেদ, লালমোহন হাই এটাস্ট, প. বাউরিয়া, লর্ডহার্ডিঞ্জ ২নং, দ. চর ছকিনা, প. চরউমেদ গুচ্ছগ্রাম, উ. ভেদুরিয়া, পূর্ব গাইমারা, বালুরচর, পূর্ব ভেদুরিয়া, কুলচড়া, ধলীগৌরনগর ২নং, সাতানি, মহিষখালী, গজারিয়া, প. কুন্ডের হাওলা, পূর্ব ভেদুরিয়া, ডাওরীহাট, চরপাতা, দ. বদরপুর, প. চরউমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বরাদ্দকৃত টাকা পৃথকভাবে এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে উত্তোলন করে বিদ্যালয়ের কাজ করার কথা। আর তা নিশ্চিত করবে উপজেলা শিক্ষা কমিটি। কিন্তু লালমোহনে কোনো বিদ্যালয়েই নিজেরা এসব কাজ করতে পারেনি। লালমোহনের জনৈক আল-আমিন ও পারভেজ নামে দুই ব্যক্তি এ কাজ করে নিজেরাই বরাদ্দকৃত টাকা উত্তোলন করে বলে প্রধান শিক্ষকরা জানান।

সরেজমিন বরাদ্দকৃত এসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ে কোনো রকম চুন-রঙ করেই কাজ শেষ করা হয়েছে। সংস্কার হয়নি দেয়াল, ফ্লোর ও ছাদের ভাঙা ফাটল। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নামমাত্র কিছু টাকা দিয়েই পুরোটা তুলে নিয়েছেন ওই অলিখিত ঠিকাদার গ্রুপ। পূর্ব কচুয়াখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াজেদ সিকদার জানান, তাকে মাত্র ২০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। এ দিয়েই তিনি কোনো রকম বিদ্যালয়ে রঙের কাজ করিয়েছেন। অথচ ওই বিদ্যালয়ের নামে ৮৪ হাজার ৪০০ টাকা বরাদ্দ হয়। পূর্ব চরউমেদ ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উম্মে সালমা শিলা জানান, বরাদ্দকৃত টাকা স্কুল থেকে খরচ করতে দেয়া হয়নি। 'ওরা' নিজের হাতে খরচ করেছে। বিদ্যালয়ে শুধু রঙ করে গেছে। এ বিদ্যালয়ের নামে ৫২ হাজার ৭৫০ টাকা বরাদ্দ হয়। কালমা ইউনিয়নের দ. চরছকিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফরিদ উদ্দিন কোনো স্বাক্ষরই দেননি কাগজপত্রে। অথচ তার বিদ্যালয়ের নামে ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৫০ টাকা বরাদ্দ হয়। কাজের মধ্যে এ বিদ্যালয়ে টিন দিয়ে একটি রুম করে দেয়া হয়েছে। আর কিছুই করা হয়নি। এ রুম করতে সর্বোচ্চ ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে বলে জানা যায়। পশ্চিম বাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৫০ টাকা বরাদ্দ হয়। গত অর্থবছরেও এ বিদ্যালয়ের নামে ৮৪ হাজার ৪০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পরপর দুইবার সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও কাজ কেমন হয়েছে জানতে চাইলে বর্তমান প্রধান শিক্ষক নুর নবী জানান, গত বছর আমি এই স্কুলে ছিলাম না। এ বছর বরাদ্দ হলেও তার কাজ আমি করতে পারিনি। লালমোহন থেকে এসে ৩ থেকে ৪ দিন কয়েকজন রাজমিস্ত্রি মিলে বিদ্যালয়ের উত্তর পাশের ভবনে রঙ করে ও কিছু প্লাস্টার করে। একইভাবে ৩ দিন গিয়ে কয়েকজন রাজমিস্ত্রি রঙের কাজ করেই কাজ শেষ করেছে উত্তর ভেদুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

অন্যদিকে পূর্ব ভেদুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই অর্থবছরে ২ প্রকল্প থেকে ১ লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা ও আরও ১ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। এ বিদ্যালয়েও সামান্য চুন-রঙ করা ছাড়া কিছুই করা হয়নি। প্রধান শিক্ষক শিলা আকতার জানান, স্কুলের স্টিলের আলমারি নষ্ট রয়েছে। তা মেরামত করে দেবে তারা। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ হোসেন মন্তব্য করতে রাজি না হলেও কোনো তদন্ত হলে তখন জবাব দেবেন বলে জানান। উপজেলা প্রকৌশলী কেএম রেজাউল করিম কাজের মান ও বরাদ্দকৃত টাকা পরিমাণ কাজ হয়েছে কি-না তার কোনো জবাব না দিলেও প্রধান শিক্ষকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলেন, বরাদ্দকৃত কাজে কোনো অনিয়ম হলে তার জন্য প্রধান শিক্ষকরাই দায়ী হবেন। কারণ এ কাজ স্কুল কমিটির তত্ত্বাবধানে হওয়ার কথা। এসব কাজ নিজেদের তত্ত্বাবধানে করা আল-আমিন জানান, কাজগুলো পারভেজ তদবির করে এনেছেন। তার সঙ্গে আমি ছিলাম। পারভেজের কাছে কাজের মান নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, কাজ আমরা ঠিকমতোই করেছি।